بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৩/১৬ | সোমবার, ১৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৯ হিজরী | ০৪/১২/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পোপ ফ্রান্সিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প- বর্তমান পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের একই মুদ্রার দুইপিঠ; পার্থক্য শুধু পোপ তার মিষ্টি কথার দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক ক্রুসেডীয় বিদ্বেষকে আড়ালে সক্ষম

২৮শে নভেম্বর, ২০১৭, বিশ্বের ১.২ বিলিয়ন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের নেতা পোপ ফ্রান্সিস তার বহুল প্রচারিত মিয়ানমার সফরে ইয়াংগুনে প্রায় দেড়-লক্ষাধিক ক্যাথলিকের সমাবেশে একটি উন্মুক্ত বক্তব্য প্রদান করে। অনেকেরই ধারণা ছিল তার এই সফরের মাধ্যমে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়নের শিকার রাষ্ট্রবিহীন রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। কিন্তু, যখন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এই কপটাচারী পোপ রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিষয়ে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করা হতে নির্লজ্জভাবে বিরত রইল, তখন আমরা মোটেও অবাক হইনি। বৌদ্ধ ধর্মান্ধদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে সে তার বক্তব্যে না 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করেছে, না কসাই বার্মিস সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেছে। ইতিপূর্বে রোহিঙ্গাদেরকে "আমাদের রোহিঙ্গা ভাই ও বোন" আখ্যা দেয়ার মাধ্যমে অর্জিত ভন্ডামীপূর্ণ উচ্চতর নৈতিক অবস্থানই যে কেবল সে হারিয়েছে তা নয়, বরং এই নির্মম হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী সেনাকমান্ডারের সাথে সাক্ষাতের পরে তার দ্বি-মুখী নীতিও প্রকাশিত হয়েছে, কারণ জেনারেল মিন অং লেইং-এর সাথে সাক্ষাৎকালে পোপ তার বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে কোন শব্দই উচ্চারণ করেনি, যার হাত এখনও রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত। এছাড়াও এই ভন্ড পোপ মিয়ানমারের সবচেয়ে গোঁড়া ভিক্ষু সিতাগু সায়াদু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছে, যে কিনা রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিপক্ষে জাতিগত নির্মূল অভিযানে সবসময়ই মিয়ানমার সরকার ও সামরিক জান্তাকে সমর্থন দিয়ে আসছে। উপরন্তু, পোপের পাপপূর্ণ প্রতারণা এখানেই শেষ হয়নি, কয়েক দশকের সামরিক একনায়কতন্ত্রের পর বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে সূ চী'র অবদানের জন্য নির্লজ্জভাবে সে তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে!! মিয়ানমারে পোপের সবগুলো সাক্ষাৎ, বৈঠক ও বক্তব্যই ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দালালদের প্রতারণামূলক চরিত্রেরই প্রতিফলন।

বাস্তবতা হচ্ছে যে, পোপ ফ্রান্সিস ডোনাল্ট ট্রাম্পের মত একই ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী আদর্শের প্রতিনিধি, যে আদর্শ ঐতিহাসিকভাবেই রাজনৈতিক ইসলামের প্রতি ভীতি পোষণ করে, বিশেষ করে ১৪৫৩ সালে যখন সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ্ কন্সটানটিনোপল দখল করেন এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ চিহ্ন বাইজেনটিআমকে মরণ-আঘাত প্রদান করেন, তখন থেকেই ইসলামের কাছে পরাজয়ের ভীতি সকল পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে। তাই আমরা বারংবার পূর্বের বিভিন্ন পোপদের বিভিন্ন প্রতারণাপূর্ণ অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছি, যেমন, ফ্রান্সিসের পূর্ববর্তী পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট একদিকে খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজের দাবি করত এবং অন্যদিকে ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জিহাদকে উগ্র ও সন্ত্রাসবাদের সমতুল্য হিসেবে আখ্যা দিয়ে ঘৃণ্য মতবাদ প্রচার করত। বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের মুদ্রার একপিঠ হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং অন্যপিঠ হচ্ছে পোপ ফ্রান্সিস। তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, ফ্রান্সিস সুমিষ্ট কথার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কুৎসিত, অযৌক্তিক ও ঐতিহাসিক বিদ্বেষ এবং পুনরায় ইসলাম কর্তৃক পরাজিত হওয়ার ভীতি গোপন করতে সক্ষম।

অতএব, ৩০শে নভেম্বর হতে পোপ ফ্রান্সিসের ৩ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফর এবং কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে তার সাক্ষাৎ ছিল বাংলাদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার করার পশ্চিমা অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপের' ধূর্ত আহ্বান - ইসলাম ও কুফরের মধ্যে চলমান আদর্শিক সংগ্রামের বাস্তবতাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে ইসলাম, খ্রীষ্ট-ধর্ম এবং ইহুদী ধর্মমতকে একক ইব্রাহিমীয় ধর্মে একীভূত করার নব্য পশ্চিমা পরিকল্পনা। এটাই হচ্ছে পোপের বিদ্বেষপূর্ণ এজেন্ডা, যাতে করে মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়। একদিকে পশ্চিমা কুফর শক্তিসমূহ ও তাদের আঞ্চলিক মিত্ররা মুসলিমদেরকে তাদের ভূ-খন্ডসমূহে বেপরোয়াভাবে হত্যা করতে থাকবে এবং অন্যদিকে ফ্রান্সিসদের মতো তাদের ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মীয় তাবেদাররা 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ'-এর মতো বিধ্বংসী ও কুফর চিন্তাসমূহ ইসলামী উম্মাহ্'র মনে পরিব্যাপ্ত করার চেষ্টা করবে, যাতে করে অন্যান্য ধর্ম ও আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দাওয়াহ্ বহনের দায়িত্ব হতে মুসলিমদেরকে বিরত বা নিষ্ক্রিয় রাখা যায়। আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল ইতিমধ্যেই মিয়ানমারে পোপ ফ্রান্সিসের প্রতারণাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, এবং মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেয়ার যত চেষ্টাই সে করুক না কেন, নব্যুয়তের আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র পুনরুত্থানকে কখনই প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না:

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্'র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্য সকল দ্বীনের উপর প্রাবল্য বিস্তার করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আস্-সাফ: ৮-৯]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ